অমৃতের স্বাদ

অজ্ঞলিকার হাজির একজিবিশন

॥ শ্রীমতী অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত অঞ্জলিকা-র নিবেদন ॥

অমৃতের স্বাদ

সংগঠনে : **অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়**

কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **পরিমল ভট্টাচার্য্য**। সঙ্গীত : **হীরেন ঘোষ**

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ॥ শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল ॥ সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্পনির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দপুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জি ॥ রূপসজ্জা : বসির আমেদ ॥ গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত ॥ নেপথ্য সঙ্গীত-কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত-গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ সাজ-সজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। প্রধান কর্মাধ্যক্ষ : কৈলাশ বাগ্‌চী ॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন রায় ॥ স্থির-চিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ ॥ প্রচারশিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ॥ প্রচার : ফণীন্দ্র পাল।

: সহকারীগণ :

প্রধান সহকারী-পরিচালক : শ্যামল মুখোপাধ্যায় ॥ পরিচালনায় : রথীশ দে সরকার, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন চ্যাটার্জি, অর্দ্ধেন্দু রায়, বিমল ভট্টাচার্য্য ॥ চিত্রগ্রহণ : পঙ্কজ দাস, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য, স্বপন দত্ত, অনিল ঘোষ, দুর্গা রাহা, নূর আলি, যুগল ॥ রসায়নাগারে : অবনী রায়, ফণীভূষণ সরকার, অবনী মজুমদার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, পঞ্চানন ঘোষ, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী ॥ ব্যবস্থাপনায় : নিতাই সরকার ॥ সহকারী : ত্রৈলক্য দাস ॥ রূপসজ্জা : বটু গাঙ্গুলী ॥ সহকারীদৃশ্য-সজ্জা : পঙ্কু, কালাচাঁদ, মণি সর্দার গোপাল ভৌমিক, ননী সর্দার ॥ শিল্প-নির্দেশনা : সুরথ দাস ॥ সম্পাদনা : শেখর, চন্দ।

: রূপায়ণে :

মাধবী চক্রবর্ত্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, মলিনা দেবী, সীতা মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, জহর রায়, দীপিকা দাস, অসীম চক্রবর্তী, তরুণকুমার, চিন্ময় রায়, মণি শ্রীমানী, রসরাজ চক্রবর্তী, রত্না ঘোষাল, গীতা নাগ, ঝুমা মুখোপাধ্যায়, শুক্লা ঘোষ, রঞ্জিত ঘটক, পীযুষ চক্রবর্তী, রঞ্জিত ঘটক, সমরকুমার, দীপেন আচার্য্য, মীরা চক্রবর্তী, নিমাই দাস, সুরভি চক্রবর্তী, মানু মুখোপাধ্যায়, বিমল চক্রবর্তী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ শিশুশিল্পী : বর্ণালী ও স্বর্ণালী।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সমীরকুমার ব্যানার্জী, সলিলকুমার ব্যানার্জী, সৌম্যকুমার ব্যানার্জী, সঞ্জয়কুমার ব্যানার্জী (পূর্ণ থিয়েটার)।

আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশন-উপদেষ্টা : **মাণিক রায়।**

পরিবেশক : **পূর্বভারতী** (কলিকাতা)

কাহিনী

পেনসনের সামান্য কয়েকটি টাকায় বিহারীবাবুর সংসার দারিদ্রে জর্জরিত হয়ে উঠেছে। দু'টি মেয়ে নিরালা আর ঝামেলা। তারা চাকরীর চেষ্টা করছে।

এমনি সময়ে বড় মেয়ে নিরালার সামনে সুযোগ এল দার্জিলিং থেকে শিক্ষয়িত্রীর চাকরী। শুধু একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হবে যে সে বিবাহিতা। বাবার মুখের দিকে চেয়ে নিরালা আর কোন দ্বিধা করলো না। রেজেষ্ট্রী ম্যারেজের মিথ্যে আশ্রয়ে চাকরীতে বহাল হয়ে গেল। হাতে থাকা উপন্যাসখানার দিকে তাকিয়ে স্বামীর নামটাও বলে দিল—দীপক সেন।

এদিকে কলকাতায় তখন ছোটবোন কমলার জীবনে এসেছে প্রথম বসন্ত। যে বাড়ীতে সে টিউসনি করতো, সেই বাড়ীরই ছোট ছেলে চঞ্চলের সঙ্গে তার রীতিমত প্রেম জমে উঠেছে। আর ছেলেটিও কম যায়না নামেও চঞ্চল, কাজেও চঞ্চল। সে নিজের বৌদিকেই কাবুলিওয়ালা সেজে ২০০৲ টাকা ক্লাবের চাঁদা বাবদ আদায় করে নিয়েছে।

ওদিকে নিরালার কল্পিত স্বামী অর্থাৎ দীপক সেন, কলকাতায়

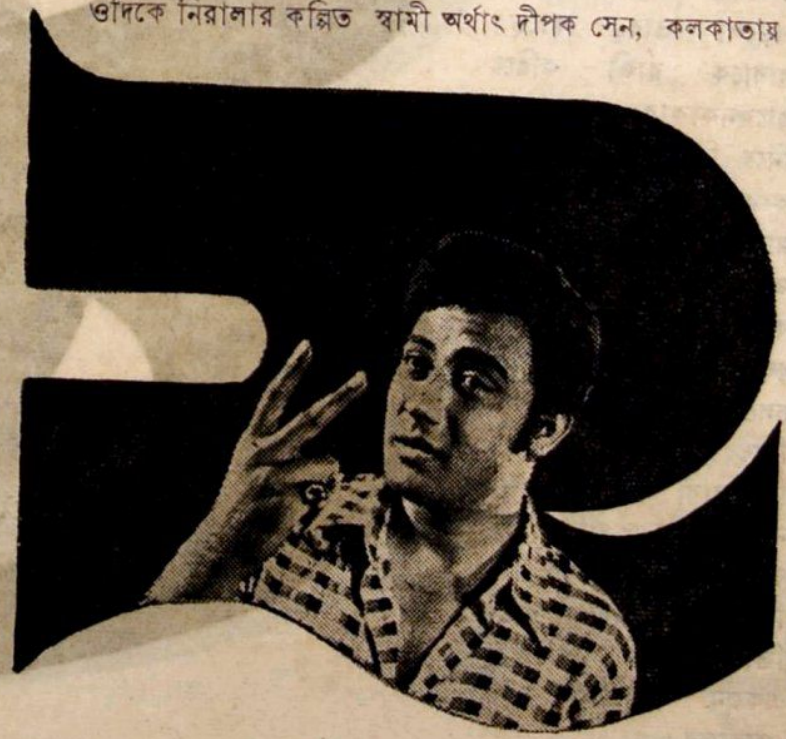

সাহিত্যসাধনা নিয়ে মেতে আছেন। অবিবাহিত। সুন্দর-সুপুরুষ চেহারা। দেশে-বিদেশে তার লেখা বেরোয়।

নিরালা দার্জিলিং থেকে ছুটি নিয়ে ফিরে আসতেই ঝামেলা আর চঞ্চলের প্রেমের ব্যাপারটা ধরা পড়লো তার কাছে। বাবাকে রাজী করিয়ে রাজেনকাকার সাহায্য নিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললো নিরালা। মাঝে শুধু দিন কয়েকের জন্য বাবাকে তীর্থভ্রমণ করতে পাঠিয়ে দিল দুই-বোনে। বিয়ের আয়োজন চলতে লাগলো। ক্রমে বিয়ের দিন এসেও গেল। কিন্তু বাবা এসে পৌছলেন না। এল একখানি চিঠি, তাতে লেখা বিয়ের দিন পিছিয়ে দিতে হবে। কারণ তিনি নাকি হরিদ্বারে একজন শক্তিশালী গুরু পেয়েছেন।

কিন্তু না, বিয়ের দিন আর পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব। যথাসময়ে বাবার বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী রাজেনকাকা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিলেন ঝামেলা আর চঞ্চলের নিরালা এবার ভাবলো মনে মনে, যাক বাঁচা গেল, তাকে আর বিয়ে করতে হবেনা। চিরকাল সে বাবাকে দে। বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই নিরালা ফিরে গেল দার্জিলিং-এ। কিন্তু দেবতা বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। নিরালার নিজের অজান্তেই রাজেনকাকার দোকান থেকে কেনা বইয়ের সঙ্গে নিয়ে গেল দীপক সেনের ছবি। এবারচক্রে শেষপর্য্যন্ত সেই ছবিকেই তার নিজের স্বামী বলেই মানতে হল।

কিছুদিন পর ঝামেলা এল দার্জিলিং-এ দিদিছে, দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে। আর চঞ্চল রইল অফিসের কাজে শিলিগুড়িতে। সেও দিন কয়েক পরের কাছে আসবে।

এদিকে দীপক সেনও বোনকে কলেজে রাখল দার্জিলিং-এ। একদিন আচমকা ম্যালে নিরালা সেন আর দীপক সেনের সামনাসামনি দেখা। চিনতে নিরালা একেবারে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও হতবাক। ঘটনা আরও ঘনীভূত হল, যখন দেখা গেল ঠিক এর দিন কয়েক পরে এই দীপক সেনই মাথায় চোট্ পেয়ে ডাঃ ধর আর মিসেস ধরের গাড়ীতে বাহিত হয়ে নিরালার স্বামী অর্থাৎ মিঃ সেনের পরিচয় নিয়ে বাড়ীতে এসে উঠলো। নিমন্ত্রণ সেরে দুইবোনে, বাড়ী ফিরে চোর ধরতে গিয়ে যার সামনে পড়লো সেই হ'ল দীপক সেন অর্থাৎ নিরালার মিথ্যে রেজেষ্ট্রী করা মিথ্যে স্বামী। শেষে আনুপূর্বিক সব ঘটনা শুনে দীপককে কথা দিতে হল যে অন্ততঃ একজন নিঃস্পাপ ভদ্রমহিলার স্বামীর চরিত্রে ক'টা দিনের জন্য অভিনয় করে দিতে হবে। কিন্তু ছোটবোন জয়া যে ইতিমধ্যে দাদা আর নিরালাদির গোপন বিয়ের খবরটা বাবা আর মাকে কলকাতায় জানিয়ে দিয়েছে, সে খবর দীপকের জানা ছিলনা।

এর শেষ দৃশ্যে দেখা গেল বিহারীবাবু আর তার জামাই চঞ্চল, দুজনেই ট্রেনে দার্জিলিং-এ নিরালার বাড়ীতে আসছে। অথচ কেউই কারুকে চেনে না। শ্বশুর-জামাইয়ের প্রচণ্ড ঝগড়া সুরু হয়েছে। জামাই সিগারেট খাবে তা শ্বশুরের কাছেই দেশলাই চেয়ে বসে আছে। পাঁচজনের অনুরোধে ট্রেনের ঝগড়া একসময় কমলো বটে কিন্তু আসলে রাগ কারও কমলনা।

বিহারীবাবুর জীপ্ গাড়ী একসময় নিরালার কোয়ার্টারে সামনে এসে থামলো। নামলেন বিহারীবাবু ন্যাড়া মাথা, গেরুয়া পরা, রীতিমত সন্নেসীমানুষ। বাবার এই রূপ দেখে ঝামেলা অবাক এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লো। এদিকে দিদিও এখনো বাড়ী ফেরেনি, কি হয়—কে জানে। শেষে অন্য উপায় না পেয়ে দীপককেই অনুরোধ করলো সবদিক সামলাতে। দীপকও ভেবে পাচ্ছেনা কি ভাবে সে সবদিক সামলাবে। নিরালার সঙ্গে তারও যে একটা ইয়ে হয়ে আছে, সেই ঘটনার স্রোতই বা কোন দিকে গড়ায় কে জানে।

বাবাকে চা দিতে এসে ঝামেলা হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানান ঝামেলাসন্তান সম্ভাবনা। সন্ন্যেসী বিহারীবাবুর কানে কথাটা যেতেই যেন বিনা মেঘে বজ্রঘাত হল। বিহারীবাবু ক্ষেপে গেলেন। তাঁর একবারও মনে পড়লনা যে ঝামেলার বিয়ের ব্যাপারটা পাকা করে তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তিনি দীপককে দায়ী করে বসলেন ঝামেলার আসন্ন মাতৃত্বের জন্যে। এই সময়ে প্রবেশ চঞ্চলের, যে তাঁর সত্যি কারের জামাই। জামাই শ্বশুর পরস্পরকে না চিনে আবার সুরু করে দিল ট্রেনের সেই পুরোনো ঝগড়া। দীপকের বাবা ও মা এসে পৌছলেন তাঁদের ছেলের বৌকে দেখতে। তার পরের কাহিনী চমকপ্রদ—

সঙ্গীত

(১)

অনেক ঝড়ের আঘাতে ক্লান্ত পাখী এই বার
ছোট্ট একটি নীড় খুঁজে পেল তার।
আজ সে ভাবে হয়তো পাবে
মন দিয়ে মন কার।
তাই গোপনে একটু সুখে
এই যে আশা কাঁপছে বুকে
স্বপ্ন কবে সত্যি হবে তার—
ওগো তার
এই লগনে সঙ্গোপনে সঙ্গী হলে কেউ
এই দু'চোখে লাগলে আলো
দোষ কি বলো বাসলে ভালো
প্রাণ জোয়ারে উঠল দুলে ঢেউ
দুলে ঢেউ।

(২)

নজরানা বিনা মিষ্টার মুহব্বত হয়না
মুহব্বত হয়না।
মুখে বলে I love you পিয়া বাঁধা রয় না
পিয়া বাঁধা রয় না।
ও বাবু, ঝড়ে মিঁয়া, ও সাহেব শেঠজী।
শোন শোন
ফুল দিয়ে পেশ করো প্যার-ভরা আর্জি
শুকনো পিরিতি জেন বেশী দিন সয়না।
ক্রিসেন-থিনাম, পোর্টুলেকা, রয়েছে গ্লাডিওয়ালা
আছে অ্যাসটার, Carnation, red-rose
ক্যালেণ্ডুলা।
Solo কেনো, bunch কেনো,
নয় কেনো গয়না।
তিরছি নজরিয়া কি
বোল যদি লাগে প্রাণে
Hold they tongue, let me love
আজ তার নেই মানে
ফুলের ভাষার মত কেউ কথা কয় না
কেউ কথা কয় না
ও বেবি, লেডিজী শোন শোন।
ফুলেরি দোকান দেখে যেয়োনা পাশ কাটিয়ে
গাড়ীওলা, ঘোড়া চড়া, স্যুট পরা হাঁটিয়ে।
এখানেই দেবে ধরা
খাঁচা ছাড়া ময়না
খাঁচা ছাড়া ময়না
ধরা দেবে, দেবে ধরা খাঁচা ছাড়া ময়না।

(৩)

ভুলে যেতে যে চাই পারি কি তাই
মনে পড়ে তত বেশী করে।
যে ছবি আমার আঁকা দুটি চোখে
সে কি কিছুতেই যাবে না সরে···।
আজ সাড়া না দিয়ে সে এল কখন,
চরণের ধ্বনি শোনেনি শ্রবণ।
হায় জানে না মন
সারা জীবন
বাঁধা পড়ে আছি একি ডোরে।···
যবে ফাগুন আমার হলো শ্রাবণ
যবে বাদল ধারায় ভাসে ভুবন
আমি কাঁদি তবু জল নেই নয়নে।
বিনা আগুনে যে পুড়ে মরে।···
হায় যত ব্যাথা সে দিল আমায়।
সবই লাগে মধুর এই ভালো লাগায়।
যে দিয়েছে লাজ ভাবি যে আজ
কাছে কেবা তারে আনে ধরে।

(৪)

আঁখি জেগে থাকে বন্ধু
ব্যাথা ঘিরে রাখে বন্ধু
ভালবাসা ডাকে তুমি এসো না
ওগো এসো না।
এনেছে ফাগুন আহা
সুরেরি আগুন আহা
আমারে কাঁদায়ে যেন
কুহু ডাকে শাখে
আঁখি জেগে থাকে,
ব্যাথা ঘিরে রাখে
ভালবাসা ডাকে তুমি এসোনা···।
দখিণা তুলেছে ঝড়
নিরালা আমারি ঘর তুলেছে ঝড়।
একেলা বন্দিনী করে
রেখনা আমাকে···।
নয়নের পথ ধরে স্বপ্ন গেছে দূর
ডাক দেবে কবে তাকে
আঙিনা বন্ধুর।
ঐ বুঝি যায় দেখা বাতায়ন তলে
আমারি সে পথ চাওয়া
সোনার প্রদীপ জ্বলে।
প্রিয়তম জাগে
নব অনুরাগে
বুকে দোলা লাগে
কাছে এসোনা এসোনা।
মিলন মালায় আহা
জড়ায়ে আমায় আহা
জীবন সাথী যে হলো
চেয়েছি গো যাকে।

অঙ্গীকার
দ্বিতীয় নিবেদন
রচনা শ্রী তারাশঙ্কর ব্রহ্মচারী
প্রযোজনা
শ্রীমতী অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত হীরেন ঘোষ
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকায়
অমল পালেকার
জারিণা ওয়াহাব
মাধবী মুখার্জি · সত্য বন্দ্যো: ও
অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নেপথ্যকণ্ঠে
সন্ধ্যা মুখার্জি · মান্না দে
আরতি মুখার্জি · অনুপ ঘোষাল
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশন উপদেষ্টা মানিক রায়
বিশ্ব পরিবেশন
পূর্ব ভারতী (কলিকাতা)
৩, সাম্মাত প্লেস
কলিকাতা-১৩